بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র”

একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-৩

সীট নং-১৩

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ’ ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	তারিখঃ ০৫. ০৬. ২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমু‘আ স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুমু‘আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com

অল্প সংখ্যক লোকই হাক্বের উপর থাকে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে যেমন অধিকাংশ লোকের খারাবী বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে আবার অল্প সংখ্যক লোকের হাক্ব বা ভঅলোর উপর থাকার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আমরা তার থেকে কিছু আয়াতে কারীমাহ উল্লেখ করছিঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ “ যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।” (সূরা আল বাকারাহ ২: ৮৩)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “ তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।” (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ৮৮)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

অর্থঃ " মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন।" (সূরা আল বাকারাহ ২: ২৪৬)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থঃ " অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তূ যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্‌র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আল বাকারাহ ২: ২৪৯)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلًا

অর্থঃ "কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তূ অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম্ আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তূ আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তূ অতি অল্পসংখ্যক।" (সূরা আন নিসা ৪ঃ ৪৬)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ “ অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল মায়িদা ৫ ঃ ১৩)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

অর্থঃ “ আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।” (সূরা আন নিসা ৪ঃ ৬৬)

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ

অর্থঃ “ অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম: সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদি দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।” (সূরা আল হুদ ১১ ঃ ৪০)

فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

অর্থঃ “ কাজেই, তোমাদের পূর্ববতী জাতি গুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী।” (সূরা আল হুদ ১১ ঃ ১১৬)

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلا قَلِيلًا

অর্থঃ “সে বলল: দেখুন তো, এনা সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মার্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব।” (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৬২)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

অর্থঃ "দাউদ বলল: সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।" (সূরা আস সোয়াদ ৩৮ ঃ ২৪)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

অর্থঃ " তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।" (সূরা আস সাবা ৩৪ ঃ ১৩)

হাদীসেও মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প সংখ্যক লোকদের নাজাতের কথাই বলেছেন, আমরা কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছিঃ

عن جابر بن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.

জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মুসলিমদের থেকে অল্প সংখ্যক লোকই এই দ্বীন বা মাযহাবের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম (কিতাল) চালিয়ে যাবে।" (মুসলিম ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ)

عن عبد الله ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الإسلام بدأ غريباً كما بدأ وهو يارز بين المسجد كما تأرز الحية في جحرها.(رواه مسلم)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ " নিশ্চয় ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় অর্থাৎ অল্প লোকের মধ্যে ফিরে যাবে, যেভাবে অল্প লোকের দ্বারা সূচনা হয়েছিল এবং সেই অপরিচিত ইসলাম দুই মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদে হারাম বা কা'বা এবং মাসজিদে নববীর মাঝের লোকদের মধ্যে সঠিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে যায়।" (মুসলিম ১ম খন্ড ৮৪ পৃঃ)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء؟ قال اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم.(رواه أحمد)

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ " দ্বীন ইসলামের সূচনা গরীব অবস্থায় ঘটেছে। আর সূচনায় যেমন ঘটেছিল পূণরায় সেরূপ ঘটবে। অতএব 'গুরাবারাই' সৌভাগ্যবান। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ গুরাবাদের তাৎপর্য কি? বা গুরাবা কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেনঃ অধিক সংখ্যক দুষ্ট লোকদের মাঝখানে মুষ্টিমেয় সৎলোক। অনুগত দল অপেক্ষা অবাধ্য দলের সংখ্যা বেশী হবে।" (মুসনাদে আহমাদ ২য় খন্ড ১১৭ ও ২২২ পৃঃ, মিশকাত ২৯ পৃঃ)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা (রাঃ) গণ যে দলের অনুসারী ছিলেন একমাত্র সেটিই মুক্তিপ্রাপ্ত দল এবং অধিকাংশ লোকই যে জাহান্নামী ও সামান্য সংখ্যক যে হাক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার জলন্ত প্রমাণ নিম্নের হাদীসটিঃ

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على امتى كما اتى على بنى إسرائيل .... وان بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة و تفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابى. (رواه الترمذى)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "অবশ্যই আমার উম্মাতের উপর এমন বিপর্যয় আসবে, যেরূপ অবস্থা হয়েছিল বানী ইসরাঈলীদের ... আর নিশ্চয় বানী ইসরাঈলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, তাদের থেকে একদল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে দলটি জান্নাতে যাবে সে দল কোনটি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে দলের উপর আছি, সে দলই জান্নাতে যাবে এবং এ দলের উপর যারা অবিচল থাকবে।" (তিরমিযি, আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- ৩০ পৃঃ)

عن انس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم تفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابى.

(رواه الطبراني في الصغير)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমার উম্মাত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের একদল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামী। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ সে জান্নাতি দল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবারা আজকের দিনে যে পথের উপর অটল আছি সে দলই জান্নাতি।" (তাবারানি সগীর, মিফতাহুল জান্নাহ- ৫৮ পৃঃ)

চলবে ....

***** সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার *****